বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

২০২২-২০২৩

উপজেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ সদর।

উপজেলার পরিচিতি ও আর্থসামাজিক তথ্যঃ

বৃটিশ শাসন আমল থেকে নারায়ণগঞ্জ প্রাচ্যের ডান্ডি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আসছিল। তৎকালীন নারায়ণগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত ০৩(তিন) টি পুলিশ ষ্টেশন, নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা, ফতুল্লা মডের থানা এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা নিয়ে আজকের নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা। ১৯৮৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১০ টি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত হওয়ায় পরবর্তীতে ০৩টি ইউনিয়র পরিষদকে নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ পৌরসভার গঠিত হয়। বর্তমানে ০৭(সাত) টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং নারায়ণগঞ্জ সিটিকর্পোরেশনের এর আংশিক (সাবেক সিদ্ধিরগঞ্জ পৌরসভা) এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা । নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী-বন্দর ও প্রাচ্যের ডান্ডি বলে পরিচিত।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা ঢাকা শহর হতে মাত্র ১৬ কি.মি দূরে ঢাকা শহরের উপকন্ঠে ২৩.৩৩ এবং ২৩.৫৭ অংক্ষাশে এবং ৯০.২৬ এবং ৯০.৪৫ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্ত পশ্চিম অঞ্চলে বুড়িগঙ্গা নদী এবং দক্ষিন -পশ্চিমে অঞ্চলে ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা ঢাকা শহরের সন্নিকটে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চল। উপজেলার উপর দিয়ে ঢাকা - চট্টগ্রাম, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা- মুন্সিগঞ্জ মহাসড়ক অতিক্রম করছে।

২. পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজলা বাস্তবন অবস্থার একটি চিত্রায়ন। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগতভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করেন এমন অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষনকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলা মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলো শনাক্ত করা জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো যেমন আগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্দ শিক্ষ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিস্থিতি বিশ্লেষনে অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর পরিবর্তে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে কেননা পঞ্চ- বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে অথবা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে বার্ষিক পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনিদ্রিষ্ট প্রকল্প/ পদক্ষেপ চিহ্নিত করবে। উপজেলার খাত ভিত্তিক উন্নয়ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চলমান কার্যাবলি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুয়ায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করছে। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বক্তাবলী, আলীরটেক ইউনিয়ন পরিষদ ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী হওয়ায় এ সকল ইউয়িনের ক্লিনিকিসমুহের অবকাঠামো ও উপকরনের অপ্রতুলতার কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রসমূহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারী সুবিধা অপ্রতুল। শিক্ষা থেকে বিশেষতঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উত্তরণ সংকটের অন্যতম কারন। একই সাথে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্যবিবাহ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশন এর বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি কম। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে সড়ক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের

CamScanner

সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মান করা কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগ সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভার্ট ও ড্রেন নির্মান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য খাতের তা পর্যালোচনা করে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

৩. রূপকল্প :

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তাঁর রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবে যেন উপজেলা পরবর্তী ০৫ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং জনসাধারনের কাঙ্খিত পরিস্থিত বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং জনসাধারনের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এ প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রনয়নে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারন করেছে যেখানে ৫টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এ উপজেলার জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগনের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মনোনয়ন।

৪। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:-

খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ বার্ষিক পরিকল্পনায় অবশ্যই সুনির্দ্রিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরণীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্বলক্ষ্য নির্ধারণ করবে। যেখানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় আরোপ করবে এবং আগামী ৫ বছরে কোন কোন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারনের প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষন করে ০৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাধান্য পাবে । এ ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদর বিশেষত: ছাত্রীদের শতভাগ বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। বিভিন্ন উৎস হবে উপজেলায় চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষাখাতের তুলনায় মাধ্যমিক খাতে জাতীয় পর্যায়ে সরকারের কার্যক্রম কম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশী বরাদ্দ প্রদান করেছে। এ জন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাবপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ, ছাত্রীদের মাঝে উপকরন প্রদান এবং বিদ্যালয় ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্যখাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহের অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শতভাগ নরমাল ডেলিভারী অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা। একই সাথে উপজেলা শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিসেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইইওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান, ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে থাকা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২৯.০৭.২০২২

(মো: রিফাত ফেরদৌস)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নারায়ণগঞ্জ সদর

২৯/০৭/২০২২

(আবুল কালাম আজাদ বিশ্বাস)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ সদর

CamScanner